২৭ তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

2019

2019

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

The Security Printing Corporation (Bangladesh) Ltd.

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
কোম্পানীর কার্যাবলী	৩
অন্যান্য তথ্য	৪
পরিচালক পর্ষদ	৫
২৭তম সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি	৬
বার্তা	৭
এসপিসিবিএল এর ২৭তম বার্ষিক প্রতিবেদন	৮-১৭
বহিঃনিরীক্ষা ফার্মের প্রতিবেদন	১৮-২২
স্থিতিপত্র	২৩
আয় ব্যয়ের বিবরণ	২৪
ইক্যুইটিতে পরিবর্তন সংক্রান্ত বিবরণ	২৫
তহবিল প্রবাহের বিবরণ	২৬
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উদযাপিত দিবসসমূহে করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ছবি	২৭-২৮

কোম্পানীর কার্যাবলী

'সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস' নামে একটি প্রকল্প ১৯৮৩ সনে একনেক (ECNEC) অনুমোদন করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধান ও অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এ প্রকল্পে ১৯৮৮ সনের জুন মাসে পরীক্ষামূলকভাবে ১ টাকা মূল্যমানের নোট মুদ্রিত হয় এবং একই বছরের নভেম্বর মাসে ১০ টাকা মূল্যমানের নোট মুদ্রণ শুরু হয়। ১৯৮৯ সনের ৭ ডিসেম্বর এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ১৯৯২ সনের ২২ এপ্রিল প্রকল্পটি 'দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ' নামে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিত হয়। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১৫০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১২০০ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধনের সমুদয় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত। পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নামে ১০০০টি, ৬ জন পরিচালকের নামে ১টি করে ৬টি এবং অবশিষ্ট সকল শেয়ার বাংলাদেশ ব্যাংকের নামে ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০০ টাকা। কোম্পানী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ও সিডিউল ব্যাংক হতে প্রাপ্ত কার্যাদেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন নিরাপত্তা সামগ্রী প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধানপূর্বক মুদ্রণ করে থাকে। বর্তমানে প্রচলিত কোম্পানীর মুদ্রিত সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১। দেশের সকল কারেন্সী ও ব্যাংক নোট
২। বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড
৩। সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র ও বন্ড
৪। নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
৫। জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
৬। পোস্টাল স্ট্যাম্প
৭। রাজস্ব স্ট্যাম্প
৮। ফরেন বিল স্ট্যাম্প
৯। দলিল প্রমাণক স্ট্যাম্প
১০। স্মারক ডাকটিকিট
১১। এনভেলপ
১২। পোস্ট কার্ড
১৩। যানবাহন জরিমানা স্ট্যাম্প
১৪। বিড়ি ব্যান্ডরোল (ট্যাক্স লেবেল)
১৫। সিগারেট স্ট্যাম্প ও ব্যান্ড (ট্যাক্স লেবেল)
১৬। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেট
১৭। এমআইসিআর ও নন-এমআইসিআর চেক বই, ডিডি, পে-অর্ডার, এফডিআর, এসটিডিআর প্রভৃতি
১৮। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নিরাপত্তা স্টিকার
১৯। মাইক্রোক্রেডিট রেগুরেটরী অর্থরিটি'র সার্টিফিকেট
২০। বি.আই.ডব্লিউ.টি.এ.-এর কুপন ও টিকিট
২১। সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিসের সিডিসি
২২। পেট্রোবাংলার বিভিন্ন গ্যাস কোম্পানীর সিকিউরিটি পেপার সীল
২৩। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর ইইউ কমপ্লায়েন্ট জিএসপি ফরম ও বিভিন্ন সার্টিফিকেট অব অরিজিন ফরম
২৪। বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ, ফাইটোসেনেটারী সার্টিফিকেট, সার ও সারজাতীয় পণ্যের নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইত্যাদি।

অন্যান্য তথ্য

কোম্পানী সেক্রেটারী

সৈয়দ আমজাদ হোসাইন
মহাব্যবস্থাপক (বৈদেশিক ক্রয়)

বহিঃনিরীক্ষা ফার্ম

মেসার্স একনাবিন
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্
বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৩)
১২-কারওয়ান বাজার সি/এ, ঢাকা-১২১৫
টেলিফোন ৮৮-০২-৪১২০০৩০-৫
ও
মেসার্স ম্যাবস এন্ড জে পার্টনার্স
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্
এসএমসি টাওয়ার (লেভেল-৭)
৩৩, বনানী বা/এ, রোড নং-১৭, ঢাকা-১২১৩
টেলিফোন ৮৮-০২-৯৮২১০৫৭-৮, ৯৮২১২৩৬৫-৬

কারখানা

পোঃ বিওএফ, গাজীপুর-১৭০৩
টেলিফোন ৯২০৫১১০-৫
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯২০৫১০৮-৯
ই-মেইল info@spcbl.org.bd
ওয়েব সাইট - www.spcbl.org.bd

নিবন্ধিত কার্যালয়

পোস্ট অফিস: বিওএফ
গাজীপুর-১৭০৩

লিয়াজোঁ অফিস

৮ম তলা
প্রথম সংলগ্নী ভবন
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন ও ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৩০৪৪৯

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

পরিচালক পর্ষদ ২০১৮-২০১৯

চেয়ারম্যান

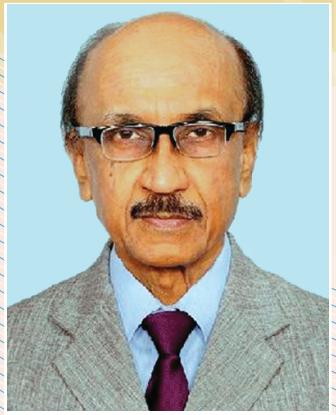

ফজলে কবির
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিচালকবৃন্দ

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

এস এম মনিরুজ্জামান
ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সিনিয়র সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

রুহী রহমান
অতিরিক্ত সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মোঃ মুহিবুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

শেখ আজিজুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ

সূত্র নং-৫৩.১৮.৩৩০০.০০৯.০৬.০০১.১৯-

তারিখ: ১১ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ

২৭তম সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানীর ২৭তম সাধারণ সভা নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আগামী ৩১ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ বুধবার অপরাহ্ন ৩:০০ ঘটিকায় ঢাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ৪র্থ তলাস্থ বোর্ডরুমে অনুষ্ঠিত হবে:

১. ২৬তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

২. ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পরিচালক পর্ষদের সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বিবেচনা ও অনুমোদন।

৩. ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন পর্ষদ সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।

৪. ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পরিচালক পর্ষদের সুপারিশকৃত লভ্যাংশ (লভ্যাংশ দেয়ার সুপারিশ থাকলে) অনুমোদন ও ঘোষণা।

৫. অবসরগ্রহণকারী পরিচালকদের স্থলে পরিচালক নির্বাচন।

৬. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বহিঃনিরীক্ষা ফার্ম নিয়োগ।

৭. চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সাধারণ সভায় আলোচনাযোগ্য যে কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিচালক পর্ষদের আদেশক্রমে

তারিখ : ১১ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ

(মোঃ হাবিবুল্লাহ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব)
পক্ষে
কোম্পানী সচিব

দ্রষ্টব্যঃ

১. শেয়ারহোল্ডার সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে ভোট প্রদান করতে পারবেন, কিংবা তাঁর পক্ষে একজন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

২. প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য কোম্পানী কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত প্রক্সি ফরম পূরণ করতে হবে।

৩. প্রক্সি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে সভার নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

ফজলে কবির
গভর্নর

বার্তা

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,
আস্‌সালামু আলাইকুম।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ২৭তম সাধারণ সভায় আপনাদের স্বাগত জানাতে পেরে এবং কোম্পানীর ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন আপনাদের পর্যালোচনা, মতামত ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত। আপনাদের অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতায় করপোরেশন তার সাফল্যের ধারা বজায় রেখে চলেছে। এজন্য আমি শুরুতেই কোম্পানীর পক্ষ হতে সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড উচ্চ প্রযুক্তির মুদ্রণ কৌশল ব্যবহার করে ১৯৮৮ সাল হতে কারেন্সী ও ব্যাংকনোট এবং তৎপরবর্তীতে বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক দলিলাদি যেমন, স্ট্যাম্প, ব্যান্ড, স্লিভ, ট্যাগ, সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্ট, এনভেলপ, চেক, ডিডি, পে-অর্ডার, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড, গাড়ির স্টিকার, কুপন ও টিকিট, জিএসপি ফরম, ইত্যাদি মুদ্রণে সক্ষমতার পরিচয় দিয়ে আসছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ তার নিজস্ব ব্যাংকনোট ও কারেন্সী নোটের প্রচলন করে। তবে দেশে নিজস্ব সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস না থাকায় প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিভিন্ন দেশ হতে আমদানির মাধ্যমে এসব নোট ও মূল্যবান নিরাপত্তা দলিলাদির প্রয়োজন মেটানো হতো। এই পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে নিজস্ব সম্পদ ও সহজলভ্য শ্রমের সদ্ব্যবহার করে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও ক্রমবর্ধমান মুদ্রণ ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রেখে দেশীয় চাহিদা পূরণের অভিপ্রায়েই দেশের একমাত্র নিরাপত্তা মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কোম্পানীটি স্থাপিত হয়।

১৯৮৩ সালে ECNEC এর অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে গাজীপুরে ৬৬.৫২ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে। ১০০ কোটি টাকার অনুমোদিত ও ৫০ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে 'দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড' নামে এটি ২২ এপ্রিল ১৯৯২ তারিখে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম কোম্পানী আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। কোম্পানীটির সক্ষমতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১১৫০ কোটি টাকা মূলধন প্রদান করায় বর্তমানে এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৫০০ কোটি ও ১২০০ কোটি টাকা। নীট সম্পদের মূল্য দাঁড়িয়েছে ৩১৬০ কোটি টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কর পরবর্তী নীট মুনাফা হয়েছিল ১১৯.৫১ কোটি টাকা, যা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে হয়েছে ১১৪.৮৮ কোটি টাকা। ব্যাংক নোটের জন্য আমদানিকৃত সকল মেশিন উৎপাদনে না আসা এবং জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিগত বছরের তুলনায় ব্যাংক নোটের উৎপাদন প্রায় ৬৭ মিলিয়ন পিস বৃদ্ধি পেয়ে ১২০৩.৩০ মিলিয়ন পিস উৎপাদিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ০.২৭৫% বেশী।

কোম্পানীটির সেবার মান উন্নয়নে রয়েছে নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী। তারা মুদ্রণ শিল্পের সূক্ষ্মতা ও কর্মদক্ষতায় উন্নত দেশের কর্মীদের সমদক্ষতা অর্জন করেছে। সকল মূল্যমানের ব্যাংকনোট ও কারেন্সী নোট এবং অন্যান্য নিরাপত্তা দলিলাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে তাদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে, মুদ্রণ সামগ্রীর কাঁচামাল যেমন নিরাপত্তা কাগজ, কালি এখনও সম্পূর্ণরূপে বিদেশ-নির্ভর হওয়ায় এগুলোর আমদানিতে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেও ত্রিশ বছরের অধিক পুরনো মেশিন দিয়ে কোম্পানীটি উঁচুমানের দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে সামগ্রিক উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিচ্ছে। এজন্য আমি এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ব্যাংক নোটের জন্য আমদানিকৃত নতুন সকল মেশিন চালু হলে সামনের দিনগুলোতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান কাংখিত পর্যায়ে উন্নীত করতে পারব বলে আশা রাখি। স্টেকহোল্ডারদের চাহিদার প্রেক্ষিতে দ্রুততম সময়ে পণ্য সরবরাহ করাই আমাদের লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। এই অভিযাত্রায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে নিরন্তর সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

পরিশেষে, কোম্পানীর প্রতি দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রাখার জন্য আমি স্টেকহোল্ডারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতেও সকল পক্ষের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে পারব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পরম করুণাময় আমাদের সহায় হোন।

(ফজলে কবির)
চেয়ারম্যান, পরিচালক পর্ষদ
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড
ও
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর ২৭তম বার্ষিক প্রতিবেদন

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আমি পরিচালক পর্ষদের পক্ষ হতে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর ২৭তম সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ২০১৯ সনের ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, আয়-ব্যয়ের বিবরণী, নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন ও ২৭তম বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি:

১. উৎপাদন

১.১ কারেন্সী ও ব্যাংক নোট

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে করপোরেশনের ব্যাংক ও কারেন্সী নোট উৎপাদনের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১,২০০.০০ মিলিয়ন পিস নির্ধারণ করা হয় যার বিপরীতে উৎপাদন হয়েছে ১,২০৩.৩০ মিলিয়ন পিস। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০০.২৮%। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ও কারেন্সী নোটের উৎপাদন ৬৬.৩৫ মিলিয়ন পিস বা ৫.৮৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।

উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রীত মেশিনের ব্যবহার এবং কার্যাদেশ ও পরিকল্পিত পরিমাণ অতিকালীন সময়ে উৎপাদন করায় নোট মুদ্রণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে। কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরেও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবো বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

চলতি ও বিগত অর্থবছরের মূল্যমানভিত্তিক ব্যাংক ও কারেন্সী নোটের উৎপাদন নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো:

নোটের ডিনোমিনেশন	উৎপাদন (মিলিয়ন পিস)		বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধির হার
	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	
২ টাকা	৭.১০	৩.০০	- ৫৭.৭৫%
৫ টাকা	৩.০০	৫.০০	+ ৬৬.৬৭ %
১০ টাকা	২১৪.৮০	৩৭০.২০	+ ৭২.৩৫ %
২০ টাকা	১৩৯.৮০	৫৫.৭০	- ৬০.১৬ %
৫০ টাকা	১২০.০০	২৯.২৫	- ৭৫.৬৩ %
১০০ টাকা	১৬৫.৪০	৩০২.৬০	+ ৮২.৯৫ %
৫০০ টাকা	৩১৬.০০	৩২৬.৫০	+ ৩.৩২ %
১০০০ টাকা	১৫০.৮৫	১১১.০৫	- ২৬.৩৮ %
প্রাইজবন্ড	২০.০০	০	- ১০০%
মোট	**১১৩৬.৯৫**	**১২০৩.৩০**	**+ ৫.৮৪ %**

সারণি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৫, ১০, ১০০ ও ৫০০ টাকা মূল্যমানের নোট মুদ্রণ পূর্ববর্তী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ৬৬.৬৭%, ৭২.৩৫%, ৮২.৯৫% ও ৩.৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২, ২০, ৫০ ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট মুদ্রণ যথাক্রমে ৫৭.৭৫%, ৬০.১৬%, ৭৫.৬৩ ও ২৬.৩৮% হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন মূল্যমানের নোটের উৎপাদন কার্যাদেশ ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল বিধায় মূল্যমানভিত্তিক পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এসপিসিবিএল এর কোন ভূমিকা নেই।

উল্লেখ্য, উৎপাদন কম/বেশীর পরিমাণ মুদ্রিত নোটের মূল্যমানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ২ ও ৫ টাকার নোটে ইন্টাগ্লিও মুদ্রণ নেই বলে এগুলোর বেশী বা কম মুদ্রণের উপর মোট উৎপাদনের পরিমাণে প্রভাব পড়ে। উচ্চ মূল্যমানের তথা ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটের উভয় পৃষ্ঠে ইন্টাগ্লিও মুদ্রণ থাকে বিধায় এক পৃষ্ঠা মুদ্রণের পর অপর পৃষ্ঠা মুদ্রণোপযোগী হওয়ার জন্য সময় দিতে হয়। এসকল নোটে একটি অতিরিক্ত মুদ্রণের প্রয়োজন ছাড়াও এগুলোর পরীক্ষণ ও অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মাথাপিছু কোটা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় এই নোটগুলোর উৎপাদন বেশী হলে নোটের মোট উৎপাদন হ্রাস পায়।

কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে নোটের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করে থাকে এবং তাদের নিরূপিত চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত ডিনোমিনেশনের নোট উৎপাদন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ কার্যাদেশ বাস্তবায়নে এসপিসিবিএল অসমর্থ হওয়ায় কোন অর্থবছরে কোন ডিনোমিনেশনের নোট বেশী এবং কোন অর্থবছরে কম উৎপাদিত হয়ে থাকে। ১৯৮২ সনে প্রস্তুতকৃত এবং প্রায় ত্রিশ বছরের অধিক পূর্বে সংস্থাপিত বিদ্যমান মেশিনগুলো দিন দিন পুরাতন হচ্ছে, ঘনঘন মেরামত করতে হচ্ছে, মেরামতের কারণে বেশীদিন মেশিন বন্ধ থাকছে এবং উৎপাদন গতিও ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। যে অর্থবছরে মেশিনে বেশী ত্রুটি দেখা দেয়

এবং ত্রুটির কারণে দীর্ঘদিন উৎপাদন বন্ধ থাকে সেই অর্থবছরে পরিকল্পনামত উৎপাদন সম্ভব হয় না, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম উৎপাদন হয়; অন্যদিকে ত্রুটি কম হলে উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেশী হয়। শুধু অতি পুরাতন মেশিনের কারণে পরিকল্পনা মোতাবেক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হয় না বলে ইতোমধ্যে ৪টি নতুন প্রিন্টিং মেশিন ক্রয় করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জনবল নিয়োগসহ সব মেশিনগুলো উৎপাদনে আসার পর উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

১.২ প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রীত ব্যাংকনোট উৎপাদনের সবগুলো মেশিনের বয়সই ত্রিশ বছরাধিক অতিক্রান্ত হওয়ায় এগুলোর ওভারহলিং অপরিহার্য হলেও মেশিনের রিডানড্যান্সি না থাকায় ওভারহলিং করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মেশিনের ক্রমাগত ব্যবহারে যে ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে তার পুনরুদ্ধার করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে মেশিনগুলোর কোন না কোন যন্ত্রাংশ প্রতিনিয়ত বিকল হচ্ছে যেগুলোর মেরামত অনেক ক্ষেত্রে এসপিসিবিএল এর প্রকৌশলীদের পক্ষে করা সম্ভব হয় না; মেশিন প্রস্তুতকারীর সাথে অনলাইনে পরামর্শ নিয়ে বা তাদের টেকনিশিয়ান এনে মেরামত করার প্রয়োজন হয় বিধায় উৎপাদনবিহীন অবস্থায় সংশ্লিষ্ট মেশিন বহুদিন বন্ধ থাকে। এক্ষেত্রে যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হলে তা বিদেশ থেকে সংগ্রহপূর্বক প্রতিস্থাপনে প্রচুর সময় ব্যয় হয়; কারণ এই মেশিনগুলোর যন্ত্রাংশ মেশিন প্রস্তুতকারী ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যায় না। মেশিন প্রস্তুতকারী জানিয়েছে যে, তারা আর পুরাতন মেশিনগুলোর যন্ত্রাংশ সরবরাহ দিতে সমর্থ হবে না; কারণ পুরাতন মেশিনগুলো পৃথিবীর আর কোথাও ব্যবহৃত হয় না বলে যন্ত্রাংশ তৈরিও তারা বন্ধ করে দিয়েছে। তারপরও কার্যাদেশ ও পরিকল্পনা মোতাবেক চলতি বছর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

১.৩ বাস্তবতার নিরীখে বিদ্যমান মেশিনের সর্বোচ্চ মুদ্রণ ক্ষমতা সচল থাকলে তা ব্যবহার করে বার্ষিক প্রায় ১৫০০ মিলিয়ন পিস নোট মুদ্রণ করা সম্ভব। তবে বিগত কয়েক বছর মেশিন ঘন ঘন বিকল হওয়ার কারণে উল্লেখিত পরিমাণ নোট মুদ্রণ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে, নোটের উপকরণ-কাগজ, কালি প্রভৃতি দরপত্রের মাধ্যমে বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে; কোন নির্দিষ্ট দরপত্রের কাগজ-কালি সংগ্রহ সম্ভব না হলে, অথবা সংগ্রহে বিলম্ব হলে নোট উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য এসপিসিবিএল এর সক্ষমতার চেয়ে বেশী পরিমাণ কাঁচামাল মজুদ থাকা প্রয়োজন।

১.৪ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের উৎপাদনের সাথে তুলনায় গত ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ পাঁচ অর্থ বছরে উৎপাদন (হ্রাস)/বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১.৯৫%, - ১৪.৫৬%, -৩.১৬%, ৭.৬৯% ও ১৩.৯৭%।

১.৫ কারেন্সী ও ব্যাংকনোটের অর্থবছর ভিত্তিক উৎপাদন (মিলিয়ন পিস):

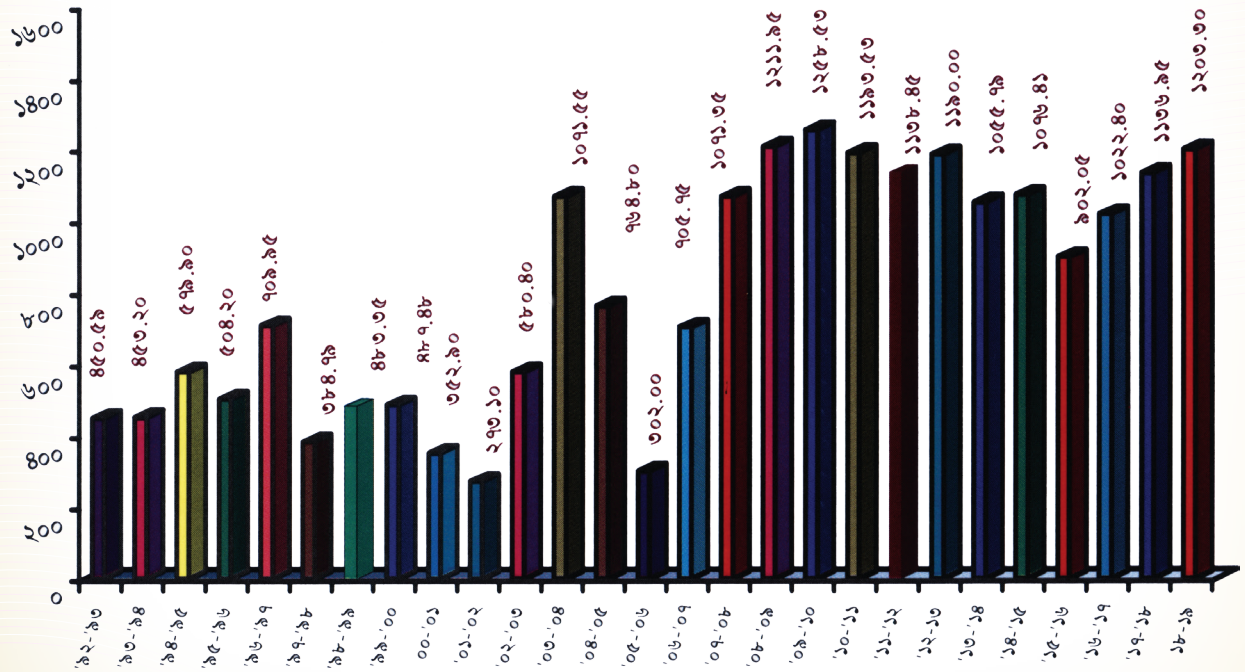

১.৬ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন মূল্যমানের নোট উৎপাদনের পরিমাণ ও তুলনামূলক শতকরা হার :

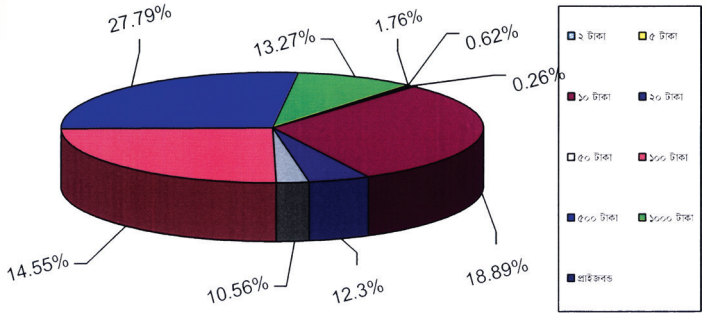

২. ও.এস.পি. (Other Security Product)

২.১ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ও.এস.পি এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৯,৬৫৩.২৪ মিলিয়ন পিস; যার বিপরীতে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৬,৮৫০.৩৫ মিলিয়ন পিস। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উৎপাদন হয়েছে ৭,০৬১.৬৮ মিলিয়ন পিস। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০৩.০৮%। পূর্ববর্তী অর্থবছরে ৮,৭৭০.১৬ মিলিয়ন পিস উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উৎপাদন হয়েছিল ৮,৫১৯.৯৫ মিলিয়ন পিস যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.১৪%। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ৫.৯৪% বেশী অর্জিত হলেও উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ১৭.১২%।

উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি অনেক সময় উৎপাদিত সামগ্রীর আকারের উপর নির্ভর করে। ছোট আকারের রেভিনিউ স্ট্যাম্প বা বিড়ি ব্যান্ডরোল বেশী উৎপাদিত হলে সার্বিক উৎপাদন বেড়ে যায়; আবার বড় আকারের এনজেএস, সার্টিফিকেট ইত্যাদি বেশী হলে মোট উৎপাদন হ্রাস পায়। করপোরেশনকে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদন করতে হয় বিধায় বড়-ছোট আকারের আইটেম কম-বেশীর মুদ্রণ গ্রাহকদের চাহিদার সাথে সম্পর্কিত।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অটোমেটেড ক্লিয়ারিং পদ্ধতির অপরিহার্যতায় এমআইসিআর কোড সম্বলিত চেকের মুদ্রণে করপোরেশনের মেশিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তবে মেশিনটি প্রায়শঃই নষ্ট থাকায় চাহিদার গুরুত্ব অনুধাবন করে আরো একটি এমআইসিআর মেশিন ক্রয় করা হয়েছিল। সর্ব প্রথমে ক্রীত মেশিনটি অকার্যকর থাকায় এবং দ্বিতীয়টিতেও মাঝে মাঝে ত্রুটি দেখা দেয়ায় চাহিদা অনুযায়ী চেকের সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখতে আরও দু'টি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে; মেশিন দু'টির পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন শুরু হলে এমআইসিআর চেক মুদ্রণের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে, তখন গ্রাহকদের এমআইসিআর চেক সরবরাহে আর সমস্যা হবে না বলে আশা করা যায়।

২.২ ওএসপি বিভাগের ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের উৎপাদনের পরিমাণ ও হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার:

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	উৎপাদন (মিলিয়ন পিস)		হ্রাস/বৃদ্ধির হার
		২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	
১	স্মারক ডাক টিকেট	৬.২২	৪.৭২	- ২৪.১২ %
২	রাজস্ব টিকেট	২৬৮.৪০	২৩৮.২০	- ১১.২৫ %
৩	সাধারণ ডাক টিকেট	১৬৩.৭৯	৫৩.৮১	- ৬৭.১৫ %
৪	বিশেষ আঠাল স্ট্যাম্প	১১.৭০	৮.৪০	+ ২০০.০০ %
৫	এসিএফ	৭৪.৯৫	৬২.৩১	- ২৮.২১ %
৬	পোস্ট কার্ড	০	০	
৭	এনজেএস	১০৯.৬০	১১৫.৬৪	+ ৫.৫১ %
৮	আইসিএফ	০.৪৮	১.৩৩	+ ১৭৩.৬৭ %
৯	কপি স্ট্যাম্প	১১.৬৫	১১.৬৩	-০.২৬ %
১০	বিড়ি ব্যান্ডরোল	১,৪৫৫.০০	১,৬২৫.৪০	+ ১১.৭১ %
১১	এনভেলপ	২.৮৮	২.৪৪	- ১৫.২৮ %
১২	সিগারেট স্ট্যাম্প	৫,৫২২.৬৫	৪,৩৯৩.৩৫	- ২৩.৪৫ %
১৩	সিগারেট ব্যান্ড	৭২৮.৫৩	৩৫৯.৩৭	- ৫০.৬৭ %
১৪	চেকপাতা	৯৯.৯৪	১১৩.৬৩	+ ১৩.৬৯ %
১৫	সার্টিফিকেট ও অন্যান্য	৬৩.৫৬	৬৯.৯৭	+ ১০.০৯ %
১৭	পোষ্টাল অর্ডার	০.০৫	০	- ১০০ %
১৮	স্মারক নোট	০.১০	০	- ১০০ %
	মোট	**৮,৫১৯.৯৫**	৭০৬১.৬৮	**- ১৭.১২ %**

২.৩ ওএসপি এর অর্থ বছরভিত্তিক উৎপাদন (মিলিয়ন পিস):

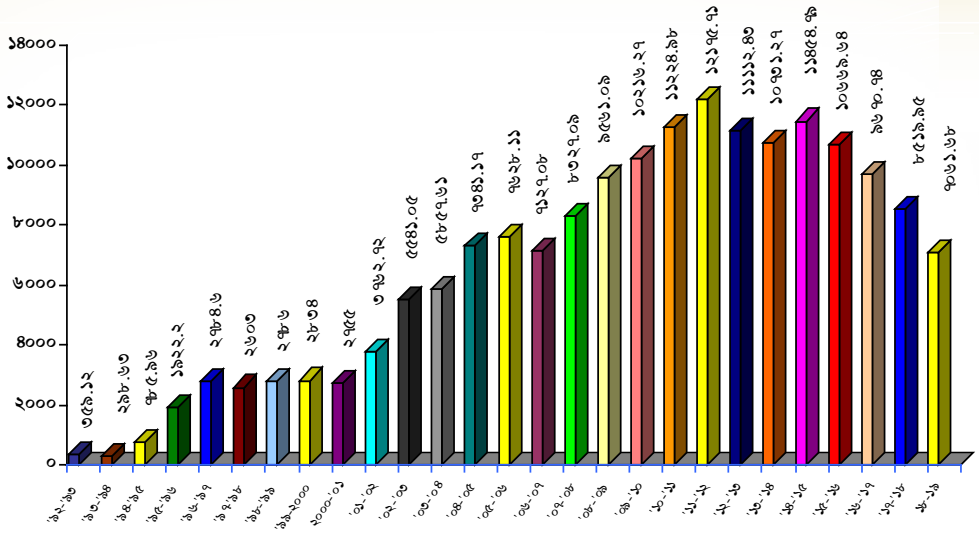

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের উৎপাদনের সাথে তুলনায় গত পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উৎপাদন (হ্রাস)/বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৬.৭৪%, - ০.৫৭%, ৯.৮৮%, - ২০.৬১% ও-৩৪.২০%।

৩. বিক্রয়

৩.১ কারেন্সী ও ব্যাংক নোট

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১২০৩.৩০ মিলিয়ন পিস ব্যাংক ও কারেন্সী নোটের বিক্রয় মূল্য ৪৮১.৮৮ কোটি টাকা; পূর্ববর্তী অর্থবছরে ১১৩৬.৯৬৫০ মিলিয়ন পিসের বিক্রয় মূল্য ছিল ৪৩৫.৫৮ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের তুলনায় নোটের সরবরাহ পরিমাণগতভাবে ৫.৮৪% বৃদ্ধি পেলেও মূল্যের দিক হতে বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.৬৩%। নোটের মূল্যমানভিত্তিক ব্যয়ের ভিন্নতা থাকায় সরবরাহের সাথে মূল্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না।

৩.২ ও.এস.পি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ও.এস.পি খাতে কার্যাদেশ মোতাবেক বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৬,৮১৩.৬৫ মিলিয়ন পিস; এর বিপরীতে প্রকৃত বিক্রয় হয়েছে ৭,০২৮.৫৬ মিলিয়ন পিস যার বিক্রয়মূল্য ১৭১.৫৫ কোটি টাকা। পরিমাণের দিক হতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০৩.১৫%। পূর্ববর্তী অর্থবছরে বিক্রয় হয়েছিল ৮,৪৫৭.১৯ মিলিয়ন পিস যার বিক্রয়মূল্য ছিল ১৮১.০৩ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় চলতি বছরে উৎপাদন ১৭.১২% এবং বিক্রয়মূল্য ৫.২৩% হ্রাস পেয়েছে।

৩.৩ ব্যাংকনোট এবং ও.এস.পি এর বছর ভিত্তিক বিক্রয়মূল্য (কোটি টাকা):

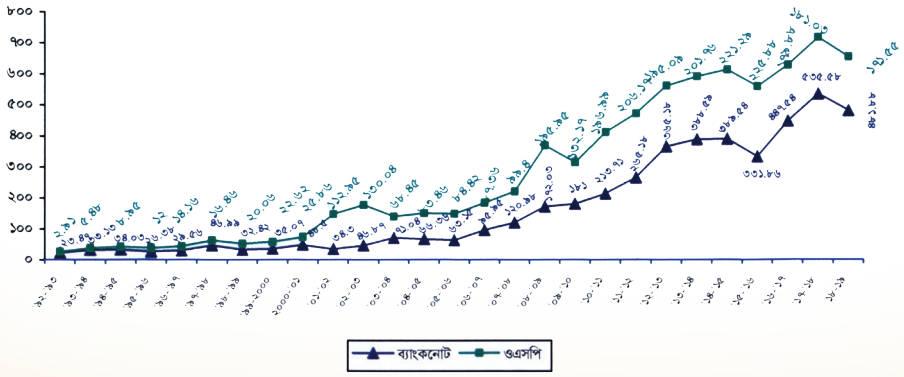

৪. ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ক্রীত ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্রয় ও সংগ্রহের পরিকল্পনাধীন মেশিন:

ব্যাংকনোট এবং ওএসপি বিভাগের বিভিন্ন আইটেমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১টি Intaglio Machine, ১টি Screen Printing Machine, ১টি Offset Printing Machine, ১টি Varnishing unit-সহ Numbering Machine ও ১টি MICR Encoding and Personalised Cheque Printing Machine করপোরেশনে এসেছে। Intaglio Machine, Four Color Offset Printing Machine, Vernishing Unit-সহ Numbering Machine সংস্থাপন শেষে উৎপাদন চলছে।

এছাড়া, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১টি Numbering Machine, ৩টি Paper Cutting Machine, ৩টি Jogging Machine, ১টি Spectrophotometer, ১টি Three colour Web Offset Machine, ১টি Mixture Machine, ২টি Strapping Machine, ২টি Fork Lift, ১টি Motorack Machine ও ৬টি Note Banding Machine ক্রয় ও সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে।

১৯৮৬-৮৭ সনে ২টি সুপার সিমুলটান অফসেট প্রিন্টিং মেশিন, ১টি সুপার ইন্টাগ্লিও প্রিন্টিং মেশিন ও ২টি সুপার নিউমেরোটা নাম্বারিং মেশিন সংস্থাপনের মাধ্যমে করপোরেশনে কারেন্সী নোট ও ব্যাংকনোট উৎপাদন কাজ শুরু হয়। অতঃপর ২০১০ সনে আরেকটি সুপার অরলফ ইন্টাগ্লিও প্রিন্টিং মেশিন আমদানি করা হয়। প্রথমোক্ত ৫টি মেশিন দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় এগুলো প্রায় ব্যবহার অযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; এগুলোর মাধ্যমে মুদ্রণে একদিকে যেমন নোটের গুণগত মান বজায় রাখতে সমস্যা হচ্ছে, অন্যদিকে এগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করপোরেশনের প্রকৌশলীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু মেশিনের অভাবে করপোরেশনের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নোটের চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্ধেক চাহিদা পূরণে ৩০ বছরের বেশী পুরানো মেশিনগুলো ২৪ ঘন্টা চালু রাখতে হচ্ছে। করপোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন মেশিনের অপরিহার্যতা বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে মেশিন ক্রয়ের পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো। নতুন মেশিন ক্রয়ের অপরিহার্যতা সম্পর্কে ভিন্নতর কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে গঠিত পর্ষদীয় কমিটিও তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের বহিঃনিরীক্ষা ফার্মও করপোরেশন পরিদর্শন করে মেশিন ক্রয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে দু'বার বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে করপোরেশনকে পরামর্শ দিয়েছে।

প্রয়োজনীয় মেশিন ক্রয়ের পাশাপাশি ওএসপি বিভাগের কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য আলাদা একটি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে; সেজন্য ১০০ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয় ধরে ২০১৯-২০১২০ অর্থবছরের বাজেটে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

দেশের ক্রম সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে নোটের প্রবাহ সাম্প্রতিককালে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে নোট মুদ্রণ সম্ভব না হলে এক সময় নোটের সংকট হবে; পুরাতন জরাজীর্ণ ও প্রচলন অযোগ্য নোট বাজারে ইস্যু করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকবে না। এসকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মেশিন ক্রয়ের অর্থায়নের লক্ষ্যে করপোরেশনের পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনক্রমে করপোরেশনের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে। পৃথিবীর ৬৫টি নোট মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কোনটিতেই আমাদের করপোরেশনের মতো এত কম মেশিন দিয়ে উৎপাদন হচ্ছে না। কোন কোন দেশের লোকসংখ্যা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের নোট মুদ্রণ সংশ্লিষ্ট মেশিন অনেক বেশী এবং নোটের উৎপাদনও বেশী। ৩০ বছরের অধিক পুরানো কয়েকটি মেশিন দিয়ে নোট উৎপাদন করে নোটের চাহিদা যেভাবে করপোরেশন পূরণ করছে তাতে করপোরেশনের সকলকে ধন্যবাদ দেয়া যেতে পারে। অন্যদিকে বিগত ৭/৮ বছরে একই মেশিন দিয়ে যেভাবে উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে তাতেও বর্তমান ব্যবস্থাপনাকে প্রশংসা করতে হয়।

এ সকল বিচেনায় ২০১২-২০১৩ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাংলাদেশ ব্যাংকের নোট মুদ্রণের প্রক্ষেপন অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ২টি পর্যায়ে মেশিনারিজ ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ণিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে প্রথম পর্যায়ের পরিকল্পনায় ১টি আট ইউনিট/কালার সিমুলটান শীট ফেড ড্রাই এন্ড ওয়েট অফসেট প্রিন্টিং মেশিন, ১টি তিন ইউনিট/কালার শীট ফেড রোটারী নাম্বারিং এন্ড সিগনেচার প্রিন্টিং মেশিন, ১টি চার কালার শীট ফেড ইন্টাগ্লিও মেশিন, SICPA SPARK সংযোজনের জন্য ১টি শীট ফেড স্ক্রীন প্রিন্টিং মেশিন, ১টি প্রি-প্রেস সিস্টেম এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাটিং, জগিং, শীট ও নোট কাউন্টিং, নোট ব্যান্ডিং মেশিন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; এগুলোর মধ্যে প্রি-প্রেস সিস্টেম ব্যতীত অন্য মেশিনগুলোর সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য মেশিনসমূহের মধ্যে ১টি ড্রাই অফসেট প্রিন্টিং মেশিন, ২টি ইন্টাগ্লিও মেশিন, ১টি নাম্বারিং মেশিন ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাটিং, কাউন্টিং, শ্রিংক র‍্যাপিং মেশিন, ৪টি ফর্ক লিফ্ট ও ২টি মটোর‍্যাক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দীর্ঘ ৩০ বছর পর ব্যাংকনোট মুদ্রণের জন্য মেশিন ক্রয়ের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই অতি উচ্চ মূল্যের মেশিন ক্রয় করা মূলধনের অভাবে বিলম্বিত হতে পারে বিবেচনায় পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রথম পর্যায়ের চাহিদা পূরণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির নোট প্রিন্টিং মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।

৫. মুনাফা

৫.১ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর পূর্ব মুনাফা হয়েছে ১৭৬.৪০ কোটি টাকা। উক্ত মোট মুনাফার মধ্যে পরিচালন মুনাফা ৭৭.৬৪ কোটি টাকা এবং অপরিচালন মুনাফা ৯৭.৬৮ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরে কর পূর্ব মুনাফা ছিল ১৯৪.২২ কোটি টাকা যার মধ্যে পরিচালন ও অপরিচালন

মুনাফা ছিলো যথাক্রমে ৯৬.৭২ কোটি ও ৯৭.৫১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ৯.১৭% হ্রাস পেয়েছে। আয়কর বাবত সংস্থান রাখা হয়েছে ৬৪.৬৭ কোটি টাকা। WPPF (Workers' Profit Participation Fund) এ প্রদেয় অর্থ প্রদানের পর কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৪.৮৮ কোটি টাকা। ওএসপি-এর ক্ষেত্রে কোনো পণ্যের উৎপাদন হলেও সরবরাহ না নেয়া পর্যন্ত বিল করা সম্ভব হয় না বলে উৎপাদনের সমপরিমাণ পণ্যের আয় হিসাবায়নে আনা হয় না।

৫.২ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষদের সার্বিক তত্ত্বাবধান, দিক নির্দেশনা, যথাসময় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কাঁচামাল ও বিদ্যমান জনশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারে উল্লিখিত উৎপাদন ও আয় অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

৫.৩ অর্থবছরভিত্তিক কর পূর্ব (ডব্লিউ.পি.পি.এফ. ব্যতীত) মুনাফা (কোটি টাকা):

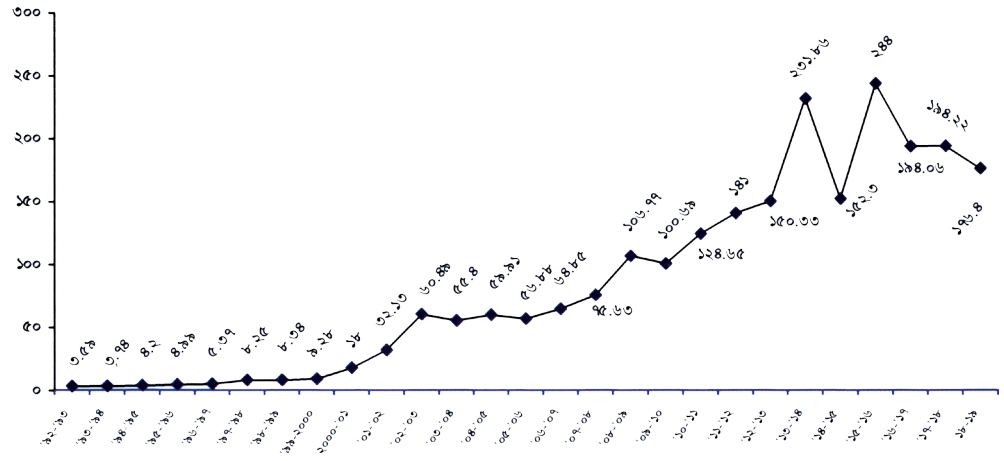

উল্লিখিত সারণি থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, করপোরেশনের মুনাফা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তা সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

৬. জাতীয় কোষাগারে প্রদত্ত অর্থ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কোম্পানী মালামাল আমদানির বিপরীতে শুল্ককর ও ভ্যাট বাবত ১১.৬৩ কোটি টাকা, উৎপাদিত পণ্যের উপর ভ্যাট বাবত ৮৪.১৩ কোটি টাকা ও কোম্পানীর লাভের উপর আয়কর বাবত ৫৮.৮৭ কোটি এবং মোট ১৫৪.৬৩ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে প্রদান করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ পরিমাণ ছিল ১৪৮.৮৩ কোটি টাকা। মোট মুনাফা হ্রাস পেলেও চলতি অর্থবছরে ৩.৯০% বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে। সরকারের কোষাগারে প্রদত্ত অর্থের বিবেচনায় করপোরেশন ২০০৯-২০১০ করবর্ষে সর্বোচ্চ ১০টি করদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এরপর বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৩ বছর ধারাবাহিকভাবে করপোরেশনকে সর্বোচ্চ ১০টি করদাতা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এজন্য করপোরেশনকে সেরা করদাতার স্বীকৃতিমূলক সনদ প্রদান করা হয়েছে। সর্বোচ্চ করদাতা ১০টি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত থাকায় করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শেখ আজিজুল হক এর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ট্যাক্স কার্ড ইস্যু করেছে।

৭. লভ্যাংশ

কোম্পানীর আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদের সুপারিশ এবং শেয়ারহোল্ডারগণের সাধারণ সভার অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে শেয়ার প্রতি ৩.০০% লভ্যাংশ বাবদ ৩৬ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে শেয়ার প্রতি ২.৫০% লভ্যাংশ বাবত ৩০.০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদান করা হয়েছিল।

করপোরেশনের বিদ্যমান মেশিনগুলো প্রায় ৩০ বছরের অধিক সময়ের পুরনো এবং সেগুলো সচল রাখার নিমিত্তে রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অত্যধিক মূল্যের যন্ত্রাংশ আমদানির পাশাপাশি সরকার ও অন্যান্য গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ক্রয় এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মেশিন ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত মূলধনের আবশ্যকতা রয়েছে বিধায় উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণার বিষয়টি বিবেচনা সাপেক্ষ। এছাড়া কোম্পানীর নীট লাভ হতে ১০ কোটি টাকা রিজার্ভ ফান্ডে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮. কোম্পানীর শুরু থেকে মোট উৎপাদন, বিক্রয়, মজুত, ওয়ার্ক ইন প্রসেস এর বিক্রয়মূল্য ও মুনাফার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	উৎপাদিত দ্রব্য	উৎপাদন	বিক্রয়	মজুত	ওয়ার্ক ইন প্রসেস	মুনাফা (কর পূর্ব)
১৯৮৮-১৯৮৯	কারেন্সী/ব্যাংক নোট	১৪.৬৫	৮.৬৬	২.৩৫	৩.৬৫	-----
১৯৮৯-১৯৯০	কারেন্সী/ব্যাংক নোট	১৬.৪৮	১৬.৫৮	২.৮৬	৩.০৩	-----
১৯৯০-১৯৯১	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	১৪.১৭ ০.৭৯	১৫.৮২ ০.৬০	০.২০ ০.২৩	৪.০৫ ০.০৪	০.১১
১৯৯১-১৯৯২	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	১৪.৯৮ ২.৮০	১৫.৫০ ৩.৪৬	০.৮৩ ০.৩৬	৪.৯১ ০.১৬	০.৬৪
১৯৯২-১৯৯৩	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	২১.৯৫ ৩.৭৮	২৩.৪৭ ২.৯১	৫.৬৮ ০.৮৭	৭.১৭ ১.২০	৩.৫৯
১৯৯৩-১৯৯৪	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৩৬.৪০ ৭.২০	৩৩.১৩ ৫.৪৮	৩.২৭ ১.৭২	৬.৪২ ০.৯৪	৩.৭৪
১৯৯৪-১৯৯৫	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৪২.৪২ ১১.৪২	৩৪.০৩ ৮.৯৫	৮.৩৯ ২.৪৭	১১.২৫ ০.১৮	৪.২০
১৯৯৫-১৯৯৬	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	২৩.৯৯ ৭.৫৯	২৬.৩৮ ১২.০০	১২.৪৪ ১.৭৪	১৬.৮৯ ০.৩৭	৪.৯৯
১৯৯৬-১৯৯৭	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৩৮.২৫ ৮.৭৯	২৯.৫৬ ১৪.১৬	২৮.৩৫ ০.৪১	৫.২৩ ০.৯৭	৫.৩৭
১৯৯৭-১৯৯৮	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	২৭.৩৩ ১২.৩২	৪৬.৯৯ ১৬.৪৬	২০.২১ ০.৯৪	৪.৫৬ ০.৪৬	৮.২৫
১৯৯৮-১৯৯৯	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৩৩.১৩ ১৪.৭১	৩২.৪২ ২০.০৬	২১.৩৯ ১.৪৪	৬.৭২ ০.১৯	৮.৩৪
১৯৯৯-২০০০	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৩৫.০০ ১৫.৪১	৩৫.০৭ ২২.৬২	২৩.৬৮ ১.৬৯	৩.৮৩ ০.০৬	৯.২৮
২০০০-২০০১	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৩৭.১০ ১৯.০৮	৪৮.৫০ ২৫.৮৬	১৫.২৫ ৩.২৪	৫.১৬ ০.০৫	১৮.০০
২০০১-২০০২	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	২০.১০ ৮৬.৮১	৩৪.৩০ ১১২.৯৫	৬.৮১ ৩.০১	৮.০৮ ১.৫১	৩২.১৩
২০০২-২০০৩	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৩৫.৯৮ ৭৩.১১	৪৬.৮৭ ১৩০.০৪	৩.৭৯ ২.৫৩	৯.৫১ ১.৮৮	৬০.৪৯
২০০৩-২০০৪	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৭১.২২ ৩২.৭৩	৭১.০৪ ৬৮.৪৫	১৫.৮৮ ৩.৫৮	৬.৬৪ ০.৮৬	৫৫.৪০
২০০৪-২০০৫	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৬৮.৪০ ৪০.২১	৬৬.৩৬ ৮৩.৪৬	২৯.০৭ ৫.৫২	৪.৮২ ১.১৪	৫৯.৯১
২০০৫-২০০৬	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৪১.৪৪ ৪৩.৪৭	৬৩.১৫ ৮৪.৪২	১৭.৯৬ ৭.৮৫	৪.১২ ১.৪১	৫৬.৮৮
২০০৬-২০০৭	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৬৩.৬৭ ৪০.৮৫	৯৫.৯৫ ৮৭.৩৬	১.৭৯ ৫.৬৮	১৫.৯৬ ২.০০	৬৪.৮৫
২০০৭-২০০৮	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৯৮.৮৮ ৫১.৪৮	১২০.৯৮ ৯৯.৪০	- ৩.৫৫	১২.৩৫ ৮৫.৯১	৭৫.৬৩
২০০৮-২০০৯	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	১৪৩.১৫ ৫২.৫৮	১৭২.০৩ ১৯৫.৯৫	- ২.১১	১৬.৭৫ ১.০৫	১০৬.৭৭
২০০৯-২০১০	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	১৫১.৪১ ৭১.১৭	১৮১.০০ ১৩২.১৭	- ৩.৭৩	২৭.৯৮ ৪.৩০	১০০.৬৯
২০১০-২০১১	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	১৬০.৯০ ৮৬.৪৮	২১৩.৭১ ১৯৬.৯৯	- ৫.৪৯	২০.৯৬ ৫.৩৩	১২৪.৬৫
২০১১-২০১২	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	২০০.৫১ ৮৭.৩০	২৬৫.১৮ ২০৬.১৭	- ৭.৫৯	৫৯.৯১ ১.২০	১৪১.০০
২০১২-২০১৩	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	২৭৬.১২ ৮৭.৯০	৩৬৫.১৮ ১৯৫.০৯	- ১১.৩৪	৬৫.৬৩ ০.৩৬	১৫০.৩৩
২০১৩-২০১৪	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	২৯৩.৮৩ ১০২.৬২	৩৮৮.৫৯ ২০১.৭৬	- ৯.৬৬	৯০.০৩ ০.৯১	১৫২.৩০
২০১৪-২০১৫	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	২৯৪.৫৫ ১০৩.৬২	৩৮৯.৫৪ ২২১.২৯	- ১০.৯১	৮৮.১৪ ১.০৩	২৩১.৮৬
২০১৫-২০১৬	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	২৫০.৯৪ ১০৯.০৯	৩৩১.৮৬ ২২৫.৮৮	- ৮.২২	১২১,২৫ ০.৪৮	২৪৪.০০
২০১৬-২০১৭	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৩৩৮.৪০ ১০৫.০০	৪৪৭.৫৪ ১৭৯.৮৮	- ৮.৩৫	৮৫.২১ ২.১৭	১৯৪.০৬
২০১৭-২০১৮	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৩৪৪.৩৩ ৯৫.৭৬	৪৩৫.৫৮ ১৮১.০৩	- ১০.২০	৬৩.৫৩ ২.৪৪	১৯৪.২২
২০১৮-২০১৯	কারেন্সী/ব্যাংক নোট ও.এস.পি	৩৭২.৩৯ ১০৪.১৯	৪৮১.৮৮ ১৭১.৫৫	 ১৪.১৩	২১.১৮ ২.৬৪	১৭৬.৪০

৯. অন্যান্য কার্যক্রম

৯.১ কাজের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসহ কয়েকটি নতুন মেশিন উৎপাদনে যুক্ত হওয়ায় পুর্ণবিন্যাসকৃত সাংগঠনিক কাঠামোর সৃষ্ট বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৯.২ প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব না হলেও কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বছর কোম্পানীর কয়েকজন কর্মচারীকে স্থানীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রেরণ করা হয়েছে। মুদ্রণ প্রযুক্তি এবং নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়ত যে উন্নতি হচ্ছে তা বিভিন্ন ম্যাগাজিন, ব্রুশিউর-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অবহিত থাকতে সচেষ্ট রয়েছেন। তবে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। নোট মুদ্রণ সম্পর্কিত প্রযুক্তির উন্নয়নের উপর হালনাগাদ ও সম্যক জ্ঞান অর্জন করপোরেশনের লোকবলের জন্য অত্যাবশ্যক। এই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না থাকায় বিদেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউটে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা নেয়া অপরিহার্য। এ ব্যাপারে করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারে।

৯.৩ কল্যাণকর শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য চলতি বছরেও যথারীতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এসব বিনোদন ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বাৎসরিক বনভোজন, মিলাদ ও ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানও প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ও সক্রিয় অংশগ্রহণে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে; এর মধ্যে 'জাতীয় শোক দিবস', 'বিজয় দিবস', 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস', 'জাতীয় শিশু দিবস', 'স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উল্লেখযোগ্য। জাতীয় শোক দিবসে মিলাদ মাহফিল, জাতীয় শিশু দিবসে শিশু কিশোরদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ছাড়াও প্রামাণ্য চিত্র বা এ সম্পর্কিত সিনেমা/নাটক প্রদর্শন করা হয়েছে এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১লা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা হয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্য সহযোগে র‍্যালী করে শহীদ মিনারে ফুল দেয়া হয়েছে।

৯.৪ করপোরেশনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণে বিদ্যমান সিসিটিভি ক্যামেরার অতিরিক্ত আরো নতুন নতুন নাইট ভিশন ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ৭৯টি সিসিটিভি ক্যামেরা সংস্থাপন অবস্থায় আছে এবং তা নিরাপত্তা বিভাগ থেকে ২৪ ঘন্টা মনিটর করা হয়। প্রধান লবীতে এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন ও চালু করা হয়েছে।

৯.৫ করপোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার নিয়ে করপোরেশনের অর্থায়নে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। করপোরেশনের পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ভাল হওয়ায় প্রতিবছরই এখান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলসহ জেনারেল গ্রেডে বৃত্তি পেয়ে আসছে। এছাড়া মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলও গাজীপুর জেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হওয়ায় প্রতিবছরই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যালয়টি পরপর ৩ বছর এসএসসি পরীক্ষায় শতভাগ কৃতকার্য হওয়ায় সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Secondary Education Quality & Access Enhancement Project এর ACF For Institution Achievment Award পেয়েছে।

বিদ্যালয়ের বিগত ৬(ছয়) বছরের ফলাফল (প্রাথমিক, জুনিয়র ও মাধ্যমিক পরীক্ষা) নিম্নে দেয়া হলো:

শিক্ষাবর্ষ	পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		কৃতকার্য	জিপিএ-৫	পাসের হার
২০১৯	পিইসি	৬৭		এখনও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি		
	জেএসসি	১০২		এখনও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি		
	এসএসসি	বিজ্ঞান	৫৯	৫৮	২ ৮	৯৮.৩০ %
		ব্যবসায় শিক্ষা	৪১	৩৭	২	৯০.২৪ %
২০১৮	পিইসি		৬১	৬১	৩৫	১০০ %
	জেএসসি		৯৭	৯৭	০৭	১০০ %
	এসএসসি	বিজ্ঞান	৫০	৫০	৩৮	১০০ %
		ব্যবসায় শিক্ষা	৩৬	৩২	২	৮৮.৮৯ %
২০১৭	পিইসি		৬২	৬২	৩৩	১০০ %
	জেএসসি		১০৬	১০৫	৪৪	৯৯.০৫ %
	এসএসসি	বিজ্ঞান	৪৪	৪৪	৩৯	১০০ %
		ব্যবসায় শিক্ষা	৩৬	৩৬	৫	১০০ %
২০১৬	এসএসসি	বিজ্ঞান	৪০	৪০	৩১	১০০ %
		ব্যবসায় শিক্ষা	৩০	৩০	৮	১০০ %
২০১৫	পিইসি		৭৬	৭৬	৩৭	১০০%
	জেএসসি		৭৬	৭৬	২৭	১০০ %
	এসএসসি	বিজ্ঞান	২৯	২৯	২৬	১০০ %
		ব্যবসায় শিক্ষা	১৭	১৭	-	১০০ %
২০১৪	পিইসি		৭১	৭১	৪০	১০০ %
	জেএসসি		৬১	৬১	২৬	১০০ %
	এসএসসি	বিজ্ঞান	৩৯	৩৯	৩৪	১০০ %
		ব্যবসায় শিক্ষা	২৬	২৬	৮	১০০ %

৯.৬ করপোরেশনের আবাসিক এলাকার পরিবেশ নিয়মিতভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে না। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের আওতাধীন হওয়ার পরও করপোরেশনের ময়লা-আবর্জনা নিয়মিত অপসারণ করা হচ্ছে না; এছাড়াও ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ETP) এর নিষ্কাশিত বর্জ্যও সিটি করপোরেশন দীর্ঘদিন অপসারণ করছে না। করপোরেশনের তরফ থেকে বার বার সিটি করপোরেশনকে অনুরোধ করা হলেও তাদের নিকট থেকে সন্তোষজনক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে না। আবাসিক এলাকার ময়লা আবর্জনা ও ইটিপি এর বর্জ্য অপসারণ করপোরেশনের নিজস্ব উদ্যোগে করাও নির্ধারিত স্থানের অভাবে সম্ভব নয়; অথচ এসকল বর্জ্য অপসারণের ব্যাপারে সিটি করপোরেশনের সাথে এসপিসিবিএল এর চুক্তি রয়েছে। এ অবস্থায় দিন মজুর বহাল করে উপরোল্লিখিত কাজ ছাড়াও প্রায় ৬৭ একর এলাকার ঘাস-ছন কাটা, নর্দমা, আবাসিক ভবন, স্কুল, পুলিশের আবাসিক ভবন, রাস্তা পরিষ্কার করা, উৎপাদনের বর্জ্যের অপসারণ ইত্যাদি দিন মজুর দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। বর্ষাকালে ঘাস ও আগাছা-জঙ্গল এত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় যে, একপাশ পরিষ্কার করার সময় অপরপাশ ২ বা ৩ ফুট লম্বা হয়ে যায়। ঝোপ জঙ্গলের জন্য প্রতিনিয়ত সাপের উপদ্রব রাস্তা-ঘাট ও বাসা-বাড়িতে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে যারা দিন মজুর তাদের অধিকাংশ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত ছিল; করপোরেশন সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত হয়ে যাওয়ার পর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর পক্ষে চুক্তিবদ্ধ লোক নিয়োগের মাধ্যমে কাজ করানো সম্ভব না হওয়ায় পর্ষদের অনুমোদনক্রমে দিন মজুর হিসেবে করপোরেশন তাদের বহাল রাখে। এদের বাইরে দিন মজুর হিসেবে যারা কাজ করেছেন তাদের অধিকাংশের মাতা-পিতা করপোরেশনে চাকুরীরত অবস্থায় মারা গেছেন। করপোরেশনের প্রয়োজনে এবং মানবিক দিক বিবেচনা করে তাদের দিন মজুর হিসেবে বহাল করা হয়েছে।

৯.৭ রাজধানী ঢাকার উত্তর-পূর্ব দিকের প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে জাতীয় উদ্যানের সন্নিকটে সবুজ বৃক্ষরাজি ঘেরা প্রাকৃতিক এক নয়নাভিরাম পরিবেশে এ প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান। নিয়মিতভাবে প্রতি বছরই এ প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম গৃহীত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময়ে চারা রোপনের মাধ্যমে করপোরেশনের অনেক এলাকায় সুদৃশ্য বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং মাননীয় প্রধাণমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ বছরও বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধি চারা সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় স্থানে বনায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

৯.৮ পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনক্রমে কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রবর্তিত 'গৃহ নির্মাণ আগাম প্রকল্পে' ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রদত্ত ২৫.১২ কোটি টাকাসহ ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট আগাম প্রদান করা হয়েছে ১৭৩.৪৩ কোটি টাকা যার বিপরীতে উল্লিখিত অর্থবছরে মোট আদায় হয়েছে ১১.১৯ কোটি টাকা।

৯.৯ পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনক্রমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রবর্তিত 'মোটর গাড়ী ও মোটর সাইকেল আগাম প্রকল্পে' ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রদত্ত ১.২০ কোটি টাকাসহ ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট আগাম প্রদান হয়েছে ১০.৫৯ কোটি টাকা যার বিপরীতে উল্লিখিত অর্থবছরে মোট আদায় হয়েছে ১.৫৬ কোটি টাকা।

১০. উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১০.১ প্রতিষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে সংগৃহীত অধিকাংশ মেশিন দিয়ে অদ্যাবধি উৎপাদন কার্যক্রম চালানো হচ্ছে, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের পূর্বে উল্লেখযোগ্য কোন মেশিন সংযোজন হয়নি; ফলে দীর্ঘদিন চলার কারণে অধিকাংশ মেশিনের কার্যক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। উৎপাদন অব্যাহত রাখার বিকল্প কোন মেশিন না থাকায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠালগ্নে সংগৃহীত মেশিনের কোন ওভারহলিং করাও সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ও নিবেদিত কর্মীরা বাইরের কোন সহযোগিতা ছাড়াই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দীর্ঘদিন ধরে এগুলোর কেবল রক্ষণাবেক্ষণই নয় প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রাংশও নিজস্ব ওয়ার্কশপে তৈরি করে মেশিনগুলো সচল রেখেছেন।

১০.২ পরিচালন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে মোট মুনাফা বৃদ্ধির পাশাপাশি সাশ্রয়ী মূল্যে মালামাল সংগ্রহ করা এবং নিজ সামর্থের মধ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে পরনির্ভরশীলতা হ্রাসের নীতির অনুসরণও অব্যাহত রয়েছে। সীমিত সামর্থের মধ্যেও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ঐকান্তিক আগ্রহ আর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে আমদানি নির্ভর কয়েকটি আইটেম যেমন, এনভেলপের সীল ফ্লাপ গাম, ওভাল পাঞ্চ কোম্পানীর ল্যাবরেটরী ও ওয়ার্কশপে উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ব্যাংকনোটের ইন্টাগ্লিও মুদ্রণের ওয়াইপিং সল্যুশনের অপরিহার্য উপাদান সোডিয়াম সালফোনেটেড ক্যাস্টর অয়েল এর প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহপূর্বক মিশ্রণ করে প্রতিষ্ঠানেই তৈরি করা হচ্ছে। করপোরেশনে মজুত থাকা ইন্টাগ্লিও ফিনিশিড্ ইঙ্কের কিছু শেডকে বেইজ ইঙ্কের সাথে মিশ্রিত করে গুণাগুণ অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন শেডের কালি তৈরির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সরকারী প্রতিষ্ঠান BITAC এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান BMTF এর সহায়তায় বেশ কিছু যন্ত্রাংশ দেশীয়ভাবে প্রস্তুত ও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

১০.৩ সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন ব্যাংক-কারেন্সী নোটসহ সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সামগ্রী মুদ্রণ করে থাকে। এসকল মুদ্রণে অনেক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান থাকে; ফলে এ সকল সূক্ষ্ম মুদ্রণে কোন কোন ক্ষেত্রে একক প্রস্তুতকারী থেকে মেশিন ক্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। দ্বিতীয়তঃ নোট মুদ্রণের মেশিনগুলো বাণিজ্যিক পণ্যাদি মুদ্রণে ব্যবহৃত মেশিন থেকে ভিন্নতর ও অধিক মূল্যের, তাই এই প্রতিষ্ঠানে মেশিন সংগ্রহের ক্ষেত্রে মেশিনের গুণগত মানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে এবং এই জাতীয় মেশিন প্রস্তুতকারীর সংখ্যা খুবই সীমিত বলে উচ্চতর মূল্যে এগুলো ক্রয় করতে হয়। এ সকল মেশিন দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহৃত হয় এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অন্যান্য দেশের মতো হালনাগাদ প্রযুক্তির মেশিন প্রয়োজনানুযায়ী ক্রয় করা মূলধনের অভাবে সম্ভব হয় না বিধায় সাম্প্রতিক ক্রয় প্রক্রিয়ায় সর্বাধুনিক মেশিন সংগ্রহের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পৃথিবীর ৬৫টি নোট মুদ্রণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আমাদের মতো কম সংখ্যক মেশিন দ্বারা নোট মুদ্রণের ঝুঁকি নেয়া হয়নি। আমাদের অতিরিক্ত মেশিনের প্রয়োজনীয়তা শুধু আমরা উপলব্ধি করিনি, বাংলাদেশ ব্যাংকের বহিঃনিরীক্ষা ফার্মও তাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে করপোরেশনের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উন্নততর মেশিনারিজ থাকার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছে।

১০.৪ বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রতিষ্ঠানের শতভাগ শেয়ারের মালিক বিধায় এ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দেয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত। করপোরেশনের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করপোরেশনের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১০.৫ করপোরেশনের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ ক্রয়ের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতির প্রেক্ষিতে করপোরেশনের পরিচালক পর্ষদ সভার ও শেয়ারহোল্ডারগণের অতিরিক্ত সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন ১০০ কোটি ও ৫০ কোটি হতে যথাক্রমে ১৫০০ কোটি এবং ১২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। পরিশোধিত মূলধন এর বর্ধিত অর্থ ১,১৫০ কোটি টাকা করপোরেশনের হিসাবে স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের নামে শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে।

১১. পরিচালক পর্ষদ

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৯১(২) ধারা অনুযায়ী এক তৃতীয়াংশ পরিচালক প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণ করবেন এবং তাঁদের স্থলে নতুন পরিচালক নিয়োজিত হবেন। করপোরেশনের সংঘস্মারক ও পরিমেল বিধি অনুযায়ী এর ৭ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালক পর্ষদের শেয়ারহোল্ডারগণ সরকার কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত পরিচালক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। সে প্রেক্ষিতে এক তৃতীয়াংশ হিসেবে অবসরগ্রহণকারী ২(দুই)জন পরিচালক পুনঃনির্বাচনের যোগ্য।

১২. বহিঃনিরীক্ষা ফার্ম নিয়োগ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনামত তাদের নিয়োজিত দু'টি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান মেসার্স একনাবিন এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ও মেসার্স ম্যাবস এন্ড জে পার্টনার্স, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস প্রতিষ্ঠান দু'টিকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য কোম্পানীর নিরীক্ষা ফার্ম হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি বছর দু'টি করে প্রতিষ্ঠানকে নতুনভাবে নিরীক্ষা ফার্ম নিয়োগ দিয়ে থাকে সেহেতু বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে এ মর্মে অনুমোদন নেয়া হবে যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক যে দু'টি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দিবে উক্ত দু'টি প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনামত বহিঃনিরীক্ষা ফার্ম হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে আলোচনা করে নিরীক্ষা ফি নির্ধারণ করা হবে।

১৩. উপসংহার

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সার্বিক সফলতা অর্জনের জন্য কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন পরিচালক পর্ষদ অত্যন্ত প্রশংসার সাথে তা স্বীকার করছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, সকল শুভাকাঙ্ক্ষী ও সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, রূপালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, মাইক্রোক্রেডিট রেগুরেটরী অথরিটি, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ডসমূহ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঈশা খাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস্, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর, বি.আই.ডব্লিউ.টি.এ, সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিস, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর; পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, সিরাজগঞ্জ; তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, ঢাকা; জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস্ লিঃ, সিলেট; বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, কুমিল্লা; কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, চট্টগ্রাম; পেট্রোবাংলা; রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সী, কৃষি মন্ত্রণালয়কে তাদের অব্যাহত সমর্থন, মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য পরিচালক পর্ষদ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

পরিশেষে কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দকে কোম্পানীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কোম্পানীর অব্যাহত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

পরিচালক পর্ষদের পক্ষে,

(সৈয়দ আমজাদ হোসাইন)
কোম্পানী সচিব
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ
গাজীপুর-১৭০৩।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ
গাজীপুর-১৭০৩।

ম্যাবস্ এন্ড জে পার্টনার্স
MABS & J Partners
Chartered Accountants

MABS & J Partners
Chartered Accountants
SMC Tower (Level 07)
33, Banani Commercial Area
Dhaka-1212

ACNABIN
Chartered Accountants

ACNABIN
Chartered Accountants
BDBL Bhaban (Level-13 & 14)
12, Kawran Bazar Commercial Area
Dhaka-1215

Independent Auditors' Report
To the Shareholders of The Security Printing Corporation (Bangladesh) Limited

Qualified Opinion

We have audited the financial statements of The Security Printing Corporation (Bangladesh) Limited (the Company), which comprise the statement of financial position as at 30 June 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, except for the effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 30 June 2019, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Qualified Opinion

1. In note # 4 to the financial statements, the Company reported Property, Plant and Equipment (PPE) amounting to Tk. 8,718,952,729 (Tk. 6,826,308,807 in 2017-18) which inter-alia includes Machinery amounting to Tk. 4,625,514,884. During our audit of machinery, we found the following accounting irregularities with regard to recognition and measurement of the assets:

   (a) The machinery of the Company inter-alia includes an item named 'Delfex', having carrying value of Tk. 49,823,854 as on 30 June 2019. The Company has not been using the machine since 09 April 2017 due to some technical problems. This is an indication of impairment in accordance with para 12 *of IAS 36: Impairment of Assets*. However, the Company has not assessed the said asset's recoverable value as on 30 June 2019 and hence no impairment loss (probale) has been recognized as on 30 june 2019. This is a non-compliance of IAS 36.

   (b) During the year, the Company transferred two machinery items (namely "Three color/unit S.F. Rotary numbering machine" and "Eight color/unit dry & wet offset machine") from 'Machinery in Transit', capitalized the said assets as a part of PPE and charged depreciation amounting to Tk. 106,298,915 for the year 2018-19. However, the said assets met the recognition criteria of PPE as per para 7 of IAS 16 during the years 2015-16 and 2016-17 respectively. Due to delayed capitalization of the assets, the Company did not recognize depreciation amounting to Tk.197,990,851 on such assets for the financial years from 2015-16 to 2017-18. Had the said assets been recognized properly, the carrying value of Property, Plant and Equipment would have decreased by Tk.197,990,851, and the equity of the Company would have decresed accordingly.

2. In Note # 6 to the financial statements, the Company reported Machinery in Transit amounting to Tk. 442,919,647 which inter-alia includes two machinery items (namely Sheet Fed Screen Printing Machine and Sheet Fed Numbering Machine which have carrying values amounting to Tk. 437,279,540 and Tk. 4,147,272 respectively as on 30 June 2019). Sheet Fed Screen Printing Machine was purchased during the year 2014-2015, and it has been in useable condition since then. But the

Company has not been using the same as this would increase the unit production cost against the orders for banknotes of current specifications from Bangladesh Bank. We are of the impression that Bangladesh Bank does not have a plan to produce banknotes for which the machine can be used in the forseeable future. This is an indication of impairment in accordance with para 12 *of IAS 36: Impairment of Assets*. However, the Company has made no assessment of the said asset's recoverable value as on 30 June 2019, and hence no impairment loss (probable) has been recognized as on 30 june 2019. This is a non-compliance of IAS 36.

In addition, the Company has been using Sheet Fed Numbering Machine and it satisfied the recognition criteria of PPE in accordance with para 7 of *IAS 16: Property, Plant and Equipment* during the financial year 2017-18. However, the Company is yet to transfer the carrying amount of the said asset from 'Machinery in Transit' to 'PPE'. Had the said assets been recognized following the IAS 16, depreciation would have increased by Tk. 207,364 and carrying value of PPE decreased by the same amount with consequestial decrease in equity of the Company.

3. In note # 9 to the financial statements, the Company disclosed "Inventories" amounting to Tk. 2,121,187,308 which inter-alia includes Tk. 15,701,928 of "National Savings Bond Paper" at cost. The Company stopped printing savings certificates on receipt of letter no. 08.04.0000.101.84.120.14/603 dated 07 April 2019 from the Directorate of National Savings through which the Directorate temporarily stopped the work orders for printing of all savings certificates. This was because the savings certificates have recently been made scriptless under the online system. It is most likely that due to the nature of the said papers, these would be of no use to the Company, except for printing savings certificates.

   But the Company did not assess the realizable value of the raw materials inventory of these National Savings Bond Paper as on 30 June 2019, and hence no write-down of the inventory item to its net realizable value has been made. This is a non-compliance of IAS 2.

   Our above view is also supported by the disclosure given under note # 9.05.02, whereby the management expressed the reason for charging the value of year-end work-in process amounting to Tk. 5,955,979 related to these National Saving Bond Paper to the cost of sales, instead of carrying the same as a part of inventories.

4. The Company calculated the required amount of Gratuity Fund to be Tk. 1,937,501,312 on the assumption that all empoyees would retire or leave the Company as on 30 June 2019. But as per the Gratutiry Fund management, the total invetsments including cash in hand amount to Tk. 1,794,799,534 as on 30 June 2019. Hence, there is a shortfall of Tk. 142,701,778 as on 30 June 2019, on the basis of liability computation as mentioned above. As disclosed in Note # 18.01, the Company has a liability (created out of provision for gratuity) of Tk. 253,927,412 to Gratuity Fund as on 30 June 2019. If this liability amount is settled and added with the above Gratuity Fund Investments balance of Tk. 1,794,799,534, the amount comes to Tk. 2,048,726,946, resulting in an excess of contribution by the Company to the Gratuity Fund amounting to Tk. 111,225,634 upto 30 June 2019.

   The basis followed does not comply with the provision of International Accounting Standard (IAS) 19 which requires actuarial valuation. It is prudent to have actuarial valuation by a qualified professional actuary at least once in every 3-5 years in order to avoid any under or over provision of gratuity fund.

MABS & J Partners Dhaka Chartered Accountants

ACNABIN Dhaka Chartered Accountants

5. The Company in its Statement of Cash Flows disclosed inter-alia two items namely 'Transfer of FDR Investment from Cash & Cash Equivalents to Investments' and 'Adjustment of General Investment' amounting to Tk. 1,157,016,295 (cash outflow) and Tk. 1,217,177,004 (cash inflow) respectively. However, these amounts represent non-cash adjustments and therefore do not constitute as cash flows as per para 43 of *IAS 7: Statement of Cash Flows.* Moreover, the Company disclosed cash inflows from 'Interest Received from FDR' amounting to Tk. 375,852,710, which could not be confirmed due to unavailability of adequate evidential supporting documentation. Due to the above reasons and consequential effects thereof, we could not confirm the accuracy of the Statement of Cash Flows.

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matters

Without qualifying our opinion, we draw attention to the following matters:

1. In Note# 3.01 (b) to the financial statements, the Company inter-alia disclosed its policy for computing depreciation on non-current assets acquired during the year. Such policy of charging depreciation for six months in the year of acquisition is a non-compliance with para 55 of International Accounting Standard-16, which requires that the depreciation is to be charged from the date the non-current asset is made available for use.

2. In note # 12 to the financial statements, the Company disclosed the basis of interest rates at which new FDRs or renewal of existing FDRs have been made from 11 September 2018 onward.

3. In Note # 20.02.01 'payable to local suppliers/ contractors' to the financial statements, the Company disclosed the details with respect to the procurement of MICR machine and consumable items from Xerox India Limited through local supplier, International Office Equipment (IOE).

Other Matters

1. The Company did not maintain VAT related documentation as prescribed by Rule 22 of the VAT Act 1991 including Mushak-16, Mushak-17, Mushak-18 and Mushak-19 and did not submit Mushak-19 as required by Rule-24 of the VAT Act 1991.

2. The financial statements of the Company for the period from 01 July 2017 to 30 June 2018 were audited by ACNABIN Chartered Accountants and Syful Shamsul Alam & Co. Chartered Accountants who expressed a modified opinion on those statements on 31 July 2018.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs, the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identified and assessed the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtained audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtained an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluated the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Concluded on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we concluded that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or

if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions were based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluated the overall presentation, structure and content of the Company' financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We also report that:

a) we have obtained all the material information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;
b) in our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Company so far as it appeared from our examination of these books; and
c) the statement of financial position and statement of profit or loss account together with the annexed notes dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns.

MABS & J Partners
Chartered Accountants

ACNABIN
Chartered Accountants

31 July 2019
Dhaka

MABS J Partners
Chartered Accountants

ACNABIN
Chartered Accountants

The Security Printing Corporation (Bangladesh) Limited

Statement of Financial Position
As at 30 June 2019

	Notes	Amount in Taka	
		30 June 2019	30 June 2018
Assets			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	4.00	8,718,952,729	6,826,308,807
Capital work in progress	5.00	17,940,139	-
Machinery in Transit	6.00	442,919,647	2,011,770,732
Investment	7.00	4,840,280,242	4,362,138,671
Long term Security Deposits	8.00	4,135,837	4,135,837
		14,024,228,594	**13,204,354,046**
Current assets			
Inventories	9.00	2,121,187,308	3,906,292,715
Trade and other receivables	10.00	2,385,907,056	2,280,234,904
Advances, deposits and prepayments	11.00	599,760,615	589,771,457
Accrued Interest on Investment	12.00	574,540,764	497,837,170
Cash and cash equivalents	13.00	11,894,497,812	10,244,846,919
		17,575,893,554	**17,518,983,166**
Total assets		**31,600,122,148**	**30,723,337,213**
Equity & Liabilities			
Capital & Reserves			
Share capital	14.00	12,000,000,000	12,000,000,000
General Reserve	15.00	950,000,000	850,000,000
Revaluation reserve	16.00	3,712,658,382	3,735,394,248
Retained earnings	17.00	12,646,861,618	11,935,313,796
Total Capital & Reserves		**29,309,520,000**	**28,520,708,044**
Liabilities			
Non-current Liabilities			
Payble to employees	18.00	530,270,132	337,905,201
Deferred tax liabilities	19.00	660,810,020	594,367,691
Total non-current liabilities		**1,191,080,151**	**932,272,892**
Current liabilities			
Trade payables	20.00	133,287,186	198,661,502
Accrued Liabilities	21.00	121,836,362	117,218,477
Other Liabilities	22.00	307,148,756	311,175,483
Income tax provision	23.00	449,049,973	546,189,828
Workers Profit Participation Fund	24.00	88,199,718	97,110,988
Total current liabilities		**1,099,521,996**	**1,270,356,277**
Total liabilities		**2,290,602,148**	**2,202,629,169**
Total equity and liabilities		**31,600,122,148**	**30,723,337,213**

The notes 01 to 38 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Board of Directors and were signed on it's behalf by:

Director | **Director** | **Company Secretary**

Signed in terms of our report of even date annexed

MABS & J Partners
Chartered Accountants

ACNABIN
Chartered Accountants

Dated, Dhaka
31 July 2019

MABS J Partners
Chartered Accountants

ACNABIN
Chartered Accountants

The Security Printing Corporation (Bangladesh) Limited

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

For the period ended 30 June 2019

	Notes	Amount in Taka	
		2018-2019	2017-2018
Revenue	25.00	5,693,053,087	5,369,159,190
Cost of Sales	26.00	4,765,949,870	4,231,931,142
Gross Profit		**927,103,218**	**1,137,228,049**
Administrative expenses	Annex.I	149,719,238	169,023,487
Audit Fee		575,000	575,000
Director Remuneration	27.00	395,600	478,400
Net Operating Income		**776,413,380**	**967,151,161**
Interest on deposits	28.00	976,812,706	957,625,891
Other income	29.00	10,768,284	17,442,706
Total Income before WPPF and Tax		**1,763,994,369**	**1,942,219,758**
Provision for contribution to WPPF		88,199,718	97,110,988
Net profit before Income Tax		**1,675,794,651**	**1,845,108,770**
Income Tax Expenses		-	
Current Tax	30.00	460,540,366	626,736,696
Deffered Tax Expenses/(Income)		66,442,329	23,200,302
		526,982,694	649,936,998
Net Profit after Income Tax		**1,148,811,957**	**1,195,171,772**

The notes 01 to 38 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Board of Directors and were signed on it's behalf by:

Director **Director** **Company Secretary**

Signed in terms of our report of even date annexed

MABS & J Partners
Chartered Accountants

ACNABIN
Chartered Accountants

Dated, Dhaka
31 July 2019

MABS J Partners
Chartered Accountants

ACNABIN
Chartered Accountants

The Security Printing Corporation (Bangladesh) Limited
Statement of Changes in Equity
For the period ended 30 June 2019

[Amount in Tk.]

Particulars	Share Capital	Revaluation Reserve	General Reserve	Retained Earnings	Total Taka
Balance as at 01 July 2017	**12,000,000,000**	**3,785,464,622**	**750,000,000**	**11,090,071,650**	**27,625,536,272**
Dividend	-	-	-	(300,000,000)	(300,000,000)
Transfer of revaluation reserve due to deferred tax	-	26,960,971	-	(26,960,971)	-
Transfer of revaluation reserve due to depreciation	-	(77,031,345)	-	77,031,345	-
Transfer to general reserve	-	-	100,000,000	(100,000,000)	-
Net Profit after Tax	-	-	-	1,195,171,772	1,195,171,772
Balance as at 30 June 2018	**12,000,000,000**	**3,735,394,248**	**850,000,000**	**11,935,313,796**	**28,520,708,044**
Dividend	-	-	-	(360,000,000)	(360,000,000)
Transfer of revaluation reserve due to deferred tax	-	12,242,390	-	(12,242,390)	-
Transfer of revaluation reserve due to depreciation	-	(34,978,256)	-	34,978,256	-
Transfer to general reserve	-	-	100,000,000	(100,000,000)	-
Net Profit after Tax	-	-	-	1,148,811,957	1,148,811,957
Balance as at 30 June 2019	**12,000,000,000**	**3,712,658,382**	**950,000,000**	**12,646,861,619**	**29,309,520,001**

Director

Director

Company Secretary

MABS & J Partners * Chartered Accountants * Dhaka

ACNABIN * Chartered Accountants * Dhaka

2019

MABS J Partners
Chartered Accountants

ACNABIN
Chartered Accountants

The Security Printing Corporation (Bangladesh) Limited
Statement of Cash Flow
For the period ended 30 June 2019

	Amount in Taka	
	2018-2019	2017-2018
A) *Cash Flow from Operating Activities*		
Cash receipt from customers	4,411,365,058	5,013,058,384
Cash payment to suppliers, employees and others	(1,999,468,021)	(3,917,955,322)
Income tax paid	(104,784,000)	(110,516,000)
Value Added Tax (VAT) paid	-	(811,415,433)
Payment to employee against WPPF	(97,110,988)	(97,029,123)
Cash receipt from non operating income	25,096,246	15,684,675
Net Cash Flow from Operating Activities:	**2,235,098,295**	**91,827,181**
B) *Cash Flow From Investing Activities*		
Acquisition of Property, plant & Equipment	(5,396,473)	(20,633,458)
Machinery in transit	(406,666,840)	(6,086,567)
Construction work in progress	(17,940,139)	-
Proceeds from sale of Trolly	-	881,050
Transfer of FDR invsetment from cash & cash equivalents to Investments	(1,157,016,295)	(1,619,164,013)
Adjustment of general Investment	1,217,177,004	-
Interest received from FDR	375,852,710	874,610,307
Proceeds from sale of vehicle	-	877,000
Investment	(231,457,369)	(493,484,080)
Net Cash Used in Investing Activities	**(225,447,402)**	**(1,262,999,761)**
C) *Cash Flow From Financing Activities:*		
Dividend paid	(360,000,000)	(300,000,000)
Issue of common stock	-	-
Net Cash Out Flows by Financing activities	**(360,000,000)**	**(300,000,000)**
E) *Net Increase in Cash and Cash Equivalents (A+B+C+D)*	1,649,650,893	(1,471,172,580)
F) *Cash & Cash Equivalents at beginning of the period*	10,244,846,919	11,716,019,499
G) *Cash & Cash Equivalents at the end of the period (E+F)*	**11,894,497,812**	**10,244,846,919**

Director

Director

Company Secretary

MABS & J Partners Chartered Accountants Dhaka

ACNABIN Chartered Accountants Dhaka

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শেখ আজিজুল হক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে
সদ্য সংস্কারকৃত করপোরেশনের ১নং গেইট ও সিকিউরিটি চেক পোস্ট পরিদর্শন করছেন।

ডেস্ট্রাকশন চুল্লি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি দেখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শেখ আজিজুল হক।

এসপিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শেখ আজিজুল হক।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১৮।
উপস্থিত প্রাক্তন ও বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণ।

মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)।

বার্ষিক বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিদায় অনুষ্ঠান।